যায়যায়দিন
১ এপ্রিল ২০০৯ বুধবার

আজ জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস

প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়ন ও অধিকার রক্ষায় এগিয়ে আসুন

ইয়াসমীন আরা লেখা

দেশের পাবলিক পরিবহনগুলোতে কিছুদিন ধরে মহিলা ও শিশু যাত্রীদের পাশাপাশি প্রতিবন্ধী যাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ঘোষণাসংবলিত স্টিকার দেখা যায়। সচিবালয়সহ সরকারি কিছু প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধীদের চলাচলের জন্য র‍্যাম্প স্থাপন করা করা হয়েছে। প্রতিবন্ধীদের অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষা, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কাজে তাদের অংশগ্রহণ, সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকল্পে ২০০১ সালে একটি আইন প্রণয়ন করা হয়। 'বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন-২০০১' শীর্ষক এ আইনটিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনেক নির্দেশনা ও করণীয় নির্ধারণ করা হলেও সন্তোষজনক কোনো অগ্রগতি নেই। সরকারেরর পক্ষ থেকে এ বিষয়ে ধারাবাহিক কোনো জোরালো কর্মপরিকল্পনা লক্ষ্য করা যায়নি। আর পাবলিক পরিবহনগুলোতে যে সংরক্ষিত আসনের কথা বলছিলাম তা স্টিকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। বাসগুলোতে এখনো প্রতিবন্ধীদের দাঁড়িয়ে থেকে ভ্রমণ করতে হয়। আর প্রতিবন্ধী, মহিলা ও শিশুদের সংরক্ষিত আসনে বসে থাকেন সুস্থ-সুঠাম কোনো মানুষ। এই হলো বাস্তব পরিস্থিতি। কাগজে-কলমে, আইনে-বক্তব্যে, সভা-সেমিনারে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে অনেক উদ্যোগের কথা শোনা যায়। কিন্তু প্রতিবন্ধীদের ভাগ্য এখনো তিমিরেই রয়ে গেছে।

এসবের মাঝে আজ ১ এপ্রিল পালিত হবে ১১তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস। প্রতিবছর এপ্রিল মাসের প্রথম বুধবার এ দিবসটি পালিত হয়। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য হলো- 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে সম্মিলিত প্রচেষ্টা'। সময় এবং প্রেক্ষাপট বিবেচনায় প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত বাস্তবসম্মত। কেননা দেশের প্রতিবন্ধীদের নিয়ে সরকারি-বেসরকারিভাবে যেসব কর্মকাণ্ড হয় তার মধ্যে যথাযথ সমন্বয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এছাড়া সমাজের সব স্তরে যেসব সুস্থ মানুষ আছেন প্রতিবন্ধীদের জন্য তাদের সহযোগিতার কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু, দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো আমরা আমাদের সমাজে থাকা প্রতিবন্ধী স্বজনদের প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালন করছি না। এখনো অনাদরে-অবহেলায় রয়েছে প্রতিবন্ধীরা। এখনো ঠাট্টা-বিদ্রূপের উপকরণ সমাজের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা। অথচ কোনো না কোনোভাবে প্রায় সব প্রতিবন্ধী অত্যন্ত মেধাবী। সততা ও স্বচ্ছতার ক্ষেত্রেও তারা প্রশ্নাতীতভাবে ব্যতিক্রম। কিন্তু আজো শিক্ষা, কর্মসংস্থান, বাসস্থান, . ক্রীড়া, সংস্কৃতিসহ সব অধিকারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীরা অবহেলিত রয়ে গেছে। আর নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে তাদের কোনো গুরুত্ব নেই। অথচ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইনে উল্লিখিত সব ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া আছে।

প্রতিবন্ধীদের জন্য আইন থাকলেও দেশে সর্বমোট কতো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আছেন বা কোন ধরনের প্রতিবন্ধীর পরিমাণ কতো তার কোনো সঠিক হিসাব নেই। কেননা প্রতিবন্ধীদের সঠিক সংখ্যা নিরূপণের জন্য রাষ্ট্রীয় বা জাতীয়ভাবে কোনো জরিপ আজ পর্যন্ত হয়নি। তবে জাতিসংঘ ও প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করে এমন প্রতিষ্ঠানগুলোর ধারণা, দেশের মোট জনসংখ্যার ১০ ভাগ প্রতিবন্ধী। তার মানে দেশে এখন প্রতিবন্ধীর সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। এ পরিমাণ জনগোষ্ঠীকে অবহেলা করে বা তাদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত না করে আমাদের সমাজ কি লক্ষ্যস্থানে পৌঁছাতে পারবে? আমরা যে সুখী-সমৃদ্ধশালী ও কল্যাণময় রাষ্ট্রের কথা বলি প্রতিবন্ধীদের অস্বীকার করে সে রাষ্ট্র কি কায়েম করা সম্ভব হবে? আমরা বরাবরই প্রতিবন্ধীদের ব্যাপারে উদাসীন। যেহেতু প্রতিবন্ধীরা তাদের দাবি আদায়ের জন্য জোর করে না বা কোনো ধরনের হাঙ্গামা সৃষ্টি করে না সেহেতু তাদের নিয়ে আমাদের ভাবনা ততোটা জোরোলো নয়। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো প্রতিবন্ধীদের অধিকার সুনিশ্চিত করতে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে বহু কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু আমাদের দেশে প্রতিবন্ধীদের সমস্যার তুলনায় কার্যক্রম সীমাবদ্ধ ও অবহেলিত। অথচ সুযোগ পেলে প্রতিবন্ধীরা সমাজের স্বাভাবিক মানুষের মতো কাজ করার ক্ষমতা রাখে। যার প্রমাণ দেয় দেশের ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে থাকা ১৬ জন মেম্বার। কুষ্টিয়া, নাটোর ও বগুড়ার বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের এসব মেম্বার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় নানা প্রতিকূলতা মোকাবেলা করেছে। অথচ কাজের ক্ষেত্রে যথেষ্ট

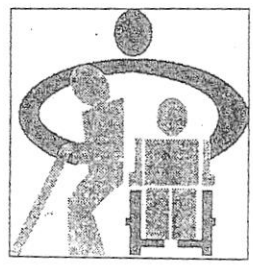

> প্রতিবন্ধীদের ব্যাপারে সমাজের সব অবহেলা ও অনাদর দূর করতে হবে। মনে রাখতে হবে, প্রতিবন্ধীরা আমাদের সন্তান, আমাদের স্বজন। তাদেরও আছে সব অধিকার যা আছে আমাদের। তাদেরও আছে অনেক ক্ষমতা, যার কিছু হয়তো আমাদের নেই।

পারঙ্গমতা দেখাচ্ছে বলে জানা যায়।

প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংরক্ষণে ২০০৬ সালের ১৩ ডিসেম্বর জাতিসংঘের ৬১তম অধিবেশনে প্রতিবন্ধীদের অধিকার সনদ অনুমোদিত হয়। এর আগে ১৯৭৫ সালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক ঘোষণা দেয় জাতিসংঘ। তারপর ১৯৮১ সালকে প্রতিবন্ধীদের জন্য আন্তর্জাতিক বর্ষ ঘোষণা করে প্রতিষ্ঠানটি। ১৯৮২ সালের ৩ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশ্ব কর্মসূচি গ্রহণ করে। পরে ১৯৮৩ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত সময়কালকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দশক ঘোষণা করে। ১৯৯৩ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ প্রতিবন্ধীদের সমসুযোগ নিশ্চিত করতে স্ট্যান্ডার্ড রুলস বা প্রমিত বিধি গ্রহণ করে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের এসব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। কিন্তু প্রতিবন্ধীরা এখনো তাদের অধিকার পরিপূর্ণভাবে ভোগ করার সুযোগ পাচ্ছে না। এখনো প্রতিবন্ধীরা সমাজের বোঝা বলে বিবেচিত হচ্ছে। আর প্রতিবন্ধীদের সম্পর্কে সমাজের এ মনোভাব কাটানোসহ প্রতিবন্ধীদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তোলার জন্য সম্মিলিতভাবে তাদের নিয়ে কাজ করতে হবে।

সেজন্য প্রয়োজন রাষ্ট্র ও সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপ। 'দিন বদলের সনদ' ঘোষণা করে যে সরকার ক্ষমতায় এসেছে জনগণ বিশ্বাস করে সে সরকারটি সব ক্ষেত্রে দিন বদলের হাওয়া বইয়ে দেবে। বিশেষ করে প্রতিবন্ধীদের ব্যাপারে তাদের উদ্যোগ স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আর তাই প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে সৃষ্ট আইনটিকে সময়োপযোগী করে তোলার জন্য জাতিসংঘের প্রতিবন্ধী অধিকার সনদের আলোকে সেটিকে সংস্কার করতে হবে। প্রতিবন্ধীদের পক্ষ থেকে যেসব দাবি-দাওয়া আছে সেগুলো পর্যালোচনা ও মূল্যায়নপূর্বক যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রতিবন্ধীদের বিষয়টিকে গুরুত্বসহ বিবেচনা করে জাতীয় বাজেটে প্রতিবন্ধীদের জন্য বরাদ্দ বাড়াতে হবে এবং যে বরাদ্দ দেয়া হয় তা সঠিকভাবে কাজে লাগছে কি না তা মনিটর করতে হবে। দেশের স্কুলগুলোতে প্রতিবন্ধী সহায়ক অবকাঠামো তৈরি, শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, প্রতিবন্ধী বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষা কারিকুলামে অনুপস্থিত থাকা প্রতিবন্ধিতা বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। হাসপাতালগুলোতে প্রতিবন্ধী সহায়ক স্বাস্থ্য উপকরণের অভাব দূর এবং হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোতে প্রতিবন্ধীদের জন্য র‍্যাম্প ও সহায়ক টয়লেটের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদানে অনিয়ম ও দুর্নীতি এবং প্রতিবন্ধী সনদ পেতে আমলাতান্ত্রিক জটিলতার অভিযোগ দূর করতে হবে। প্রতিবন্ধীদের ঋণ প্রদানে বিভিন্ন ব্যাংকের অনীহার কথা শোনা যায়। বিষয়টিকে গুরুত্বসহ বিবেচনায় নিয়ে এ সমস্যার সমাধান করা জরুরি। সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মরতদের অনেকেই প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে সচেতন নন বলে শোনা যায়। যারা সরকারের পক্ষে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করবেন তাদের কর্মকাণ্ড প্রতিবন্ধী সহায়ক না হলে এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সচেতনতা না থাকলে পরিস্থিতির উন্নতি হবে কীভাবে?

প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিটি বিভাগে দুটি করে অর্থোপেডিক হাসপাতাল, প্রতিটি জেলা সদর হাসপাতালে স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থোপেডিক বিভাগ খোলার দাবি দীর্ঘদিনের। এ বিষয়ে সরকারের আশু দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। উপকূলীয় অঞ্চলে আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে প্রতিবন্ধীবান্ধব করে তৈরি করতে হবে। জাতিসংঘের প্রতিবন্ধী অধিকার সনদ বাস্তবায়ন করতে হবে দ্রুততার সঙ্গে। জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সংসদের প্রতিটি স্তরে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন আজ সময়ের দাবি। বিষয়টির দিকে নজর দেয়া উচিত। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও বিভাগে নিযুক্ত প্রতিবন্ধী বিষয়ক ফোকাল পয়েন্টদের কাজের দিকনির্দেশনা প্রদান ও তা বাস্তবায়নে উপযুক্ত ক্ষমতা দেয়া প্রয়োজন। সরকারি চাকরি, খাস জমি, জলাশয়সহ দেশের সব ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের জন্য কোটা নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিবন্ধীদের রাষ্ট্রীয় সব কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। নীতিনির্ধারণী সব কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। সর্বোপরি অবিলম্বে প্রতিবন্ধী শুমারি করতে হবে।

প্রতিবন্ধীদের ব্যাপারে সমাজের সব অবহেলা ও অনাদর দূর করতে হবে। মনে রাখতে হবে, প্রতিবন্ধীরা আমাদের সন্তান, আমাদের স্বজন। তাদেরও আছে সব অধিকার যা আছে আমাদের। তাদেরও আছে অনেক ক্ষমতা, যার কিছু হয়তো আমাদের নেই। আজকের এই দিনে আমরা সবাই মিলে প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়নে ও তাদের অধিকার রক্ষায় কাজ করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে এগিয়ে গেলে বাংলাদেশ সত্যিকার অর্থে সবার রাষ্ট্র হয়ে উঠবে শিগগিরই।

ইয়াসমীন আরা লেখা: ডিন, শিক্ষা ও শারীরিক শিক্ষা অনুষদ, উত্তরা ইউনিভার্সিটি।